গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০১৭-২০১৮

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mora.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১৭-২০১৮

**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**www.mora.gov.bd**

# ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১৭-২০১৮

**পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ** **অধ্যক্ষ মতিউর রহমান**
**মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ জনাব মোঃ আনিছুর রহমান
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়ঃ সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

| | | |
|---|---|---|
| (১) | ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -আহবায়ক |
| (২) | জনাব মোঃ জহির আহমদ, যুগ্মসচিব(বাজেট ও অনুদান), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৩) | জনাব এ. বি. এম আমিন উল্লাহ নূরী, যুগ্মসচিব (সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৪) | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব (উন্নয়ন) , ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৫) | জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৬) | ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৭) | জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৮) | জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, প্রোগ্রামার (চ: দা:), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (৯) | জনাব মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য |
| (১০) | জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | -সদস্য সচিব |

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনঃ.....

প্রকাশনায়ঃ প্রশাসন অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুদ্রণেঃ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়।

প্রকাশকালঃ **অক্টোবর**, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

**মন্ত্রী**
**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

## বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক ৮৭২২.০৫ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন 'মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' এবং 'ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ২টি চলমান আছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে স্ব স্ব ধর্মের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। "২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রীর হজ্জব্রত পালন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১০ (দশ) বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত জটিলতা ক্রমান্বয়ে নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে।" সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ ছাড়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবারের মত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সচিব**
**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

## বাণী

ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল হতে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মের উন্নয়ন এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা, দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত, ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, আওতাধীন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ অফিস, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করাই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি গুরত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনেও আইনী কাঠামোর মধ্যে আধুনিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ধর্মীয় খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে।

গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

(মো: আনিছুর রহমান)
সচিব

# নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২. প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রুপকল্প হল ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ এবং অভিলক্ষ্য হল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ৮৬ টি পদের বিপরীতে ৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

৫. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলী নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqfs Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; The Zakat Fund Ordinance, 1982; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986, ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ৭৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২) ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্প (৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (৪) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (৫) 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প (৬) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প (৭) 'সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প (৮) মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) (৯) ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১০) প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প। অধিকন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে আরো ০৭টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৮. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা, কিশোর কিশোরীদের কুরআন-শিক্ষা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ ণসামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াকফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, কমিটি গঠন, মোতওয়াল্লী নিয়োগ, ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা; সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান; ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি; যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন; সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ; ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

১০. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১. ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং চলমান ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

**১২.** বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের প্রাচীনতম অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ১০৪ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয় ও ৩২৬ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়। ২৩৬৫ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। ৬,৭২,২৩,৩৫৩/- (ছয় কোটি বাহারত্তর লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত তিপ্পান্ন) টাকা ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় করা হয় । ৪৫ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ৫৯ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ৬টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

**১৩.** উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ১৪৩৮ হিজরি/২০১৭ খ্রি. প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। ১৪৬৪ টি হজ এজেন্সির মালিক ও তাদের প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১,২৭,১৯৮ জনকে হজে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীনয়ে মক্কা মদিনা এবং জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

**১৪.** বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বাবদ ২,৩৪,৪০,০০০ টাকা বিতরণ, এছাড়া হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ৮০০টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১,২০,০০,০০০/- টাকা এবং ২০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ২০,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা দেশের ৫০০০ পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়। কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব সমূহ পালন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় । এছাড়া ধর্মীয় ও

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিতের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প চালু করা হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২০০০ জন সেবাইত ও পুরোহিতকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**১৫.** বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ; ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা, খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা গ) বৌদ্ধ উপাসনালয় সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মুলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পূনর্গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৭৫(পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ৩৯৫টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ২০ জন অসহায় গৃহী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে ''**শুভ প্রবরণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান**'' সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাজড়াছড়ি এ পাঁচটি জেলায় বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

**১৬.** ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে ১ টি স্থায়ী আমানত করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ৫৯টি চার্চকে ১৮ লক্ষ টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ মাঠিভরাট, কবরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যথাযথ মর্যাদায় সকল ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় দিবস সমূহ পালন করা হয়।

**১৭.** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে ৪৪২,৯০,০০,০০০ টাকা এবং অনুন্নয়ন খাতে ৩১৬,০২,০০,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

# সূচিপত্র


| ক্রম | বিষয়াবলি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি | ০১ |
| | ১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি | ০১ |
| | ১.২ রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission) | ০১ |
| | ১.৩ জনবল | ০২ |
| | ১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা | ০২ |
| ২. | মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি | ০৩ |
| ৩. | অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি | ০৪ |
| | ৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ | ০৪ |
| | ৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা | ০৪ |
| | ৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখা | ০৪ |
| | ৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখা | ০৫ |
| | ৩.১.১.৩ প্রশাসন-৩ শাখা | ০৫ |
| | ৩.১.১.৪ আইসিটি শাখা | ০৬ |
| | ৩.২ হজ অনুবিভাগ | ০৬ |
| | ৩.২.১ হজ অধিশাখা | ০৬ |
| | ৩.২.১.১ হজ-১ ও হজ-২ শাখা | ০৬-০৭ |
| | ৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ | ০৭ |
| | ৩.৩.১ অনুদান শাখা | ০৭-০৮ |
| | ৩.৩.২ বাজেট শাখা | ০৮-০৯ |
| | ৩.৩.৩ হিসাব শাখা | ০৯-১০ |
| | ৩.৩.৪ অডিট ও দেবোত্তর শাখা | ১০ |
| | ৩.৪. সংস্থা অনুবিভাগ | ১০ |
| | ৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা | ১০ |
| | ৩.৪.১.১ সংস্থা শাখা | ১০-১১ |
| | ৩.৪.১.২ আইন শাখা | ১১ |
| | ৩.৫. উন্নয়ন অনুবিভাগ | ১১ |
| | ৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা | ১১ |
| | ৩.৫.১.১ পরিকল্পনা-১ শাখা | ১১-১২ |
| | ৩.৫.১.২ পরিকল্পনা-২ শাখা | ১২-১৩ |
| ৪. | আইন ও অধ্যাদেশ | ১৪ |
| ৫. | উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি | ১৫ |
| | ৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | ১৫ |
| | ৫.২ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প | ১৫ |
| | ৫.৩ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প. | ১৬ |
| | ৫.৪ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প | ১৬-১৭ |
| | ৫.৫ মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প | ১৭ |
| | ৫.৬ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ১৭ |
| | ৫.৭ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | ১৭ |
| | ৫.৮ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প | ১৭ |

| ক্রম | বিষয়াবলি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৬. | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি..... | ১৮-২২ |
| ৭. | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা..... | ২৩ |
| ৮. | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ..... | ২৪ |
| ৯. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি/সিটিজেন চার্টার..... | ২৫-৩৪ |
| ১০. | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ..... | ৩৫ |
| | ১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন..... | ৩৫-৪৬ |
| | ১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়..... | ৪৭-৫৩ |
| | ১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা..... | ৫৪-৫৬ |
| | ১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা..... | ৫৭-৫৮ |
| | ১০.৫ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট..... | ৫৯-৬৪ |
| | ১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট..... | ৬৫-৬৮ |
| | ১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট..... | ৬৯-৭০ |
| ১১. | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট..... | ৭১ |
| | ১১.১ অনুন্নয়ন..... | ৭১ |
| | ১১.২ উন্নয়ন..... | ৭১ |
| ১২. | তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা..... | ৭২ |
| ১৩. | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি | ৭২ |
| ১৪. | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল নম্বর ..... | ৭২-৭৩ |

# ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

## ১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্ত:ধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথমবারের মত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্ট সমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তী সময় ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

## ১.২ রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mision)

রুপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

## ১.৩ জনবল

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত |
|---|---|---|---|
| ১. | সচিব | ০১ | ০১ |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | **০১** | ০১ |
| ৩. | যুগ্ম-সচিব | **০৪** | ০৪ |
| ৪. | উপ-সচিব | **০৮** | ০৩ |
| ৫. | সিস্টেমস এনালিস্ট | ০১ | **০১** |
| ৬. | সচিবের একান্ত সচিব | ০১ | ০১ |
| ৭. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব | **১৩** | ০৯ |
| ৮. | সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান | ০২ | ০২ |
| ৯. | প্রোগ্রামার | ০১ | - |
| ১০. | সহকারী প্রোগ্রামার | ০২ | ০২ |
| ১১. | সহকারী মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | ০১ | - |
| ১২. | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ |
| ১৩. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১০ | ০৯ |
| ১৪. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ০৬ | ০৪ |
| ১৫. | সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ |
| ১৬. | হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ |
| ১৭. | কম্পিউটার অপারেটর | ০৫ | ০১ |
| ১৮. | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৬ | **০৪** |
| ১৯. | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৫ | **০৩** |
| ২০. | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ০৪ | ০২ |
| ২১. | ক্যাশিয়ার | ০১ | ০১ |
| ২২. | ফটোকপি অপারেটর | ০১ | **-** |
| ২৩. | ক্যাশ সরকার | ০১ | ০১ |
| ২৪. | কুক | ০১ | ০১ |
| ২৫. | গার্ড | ০১ | ০১ |
| ২৬. | অফিস সহায়ক | ১৯ | **১৫** |
| | সর্বমোটঃ | **৯৮** | **৬৯** |

## ১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

## ২। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশ গ্রহণ;

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪। ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমুহ;

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমুহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

৭। জাতীয় হজ ও উমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪। অন্যান্য দেশের সংগে ধর্মীয় বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্যাদি;

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬। উৎসর্জন বিষয়ক বিষয়াদি;

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমুহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

২০। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

২১। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমুহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলী।

# ৩। অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি

## ৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

### ৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা

#### ৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ/পদ সৃষ্টি/ পদ সংরক্ষণ/পদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী:
(ক) ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, যোগদান, পদায়ন, বদলী, অব্যাহতি, দাবী-নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলী, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসি আর, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) ও অন্যান্য ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
(খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, বদলী, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড (সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল যে নামেই হোক), অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান, সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ, এসিআর সংরক্ষণ, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি), পিআরএল ও পেনশনসহ যাবতীয় কার্যাবলী;
(গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরী (গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল অগ্রিম/কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম) এবং সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী/চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন ব্যক্তিগত আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি;
(ঙ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী, বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলী;

২. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী (সরকারি দায়িত্ব পালন/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ উচ্চতর অধ্যয়ন/ব্যক্তিগত কারণে);

৩. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ;

৪. মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাব সমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৫. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/বদলীকৃত ১ম শ্রেণীর (ক্যাডার সার্ভিস) কর্মকর্তাগণের যোগদান, পদায়ন, বদলী, অব্যাহতি, দাবী-নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলী, পিআরএল, পেনশন, অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্যাবলী;

৬. বাংলাদেশ হজ অফিস মক্কা/জেদ্দার কাউন্সিলর (হজ)/কনসাল (হজ)/সহকারী হজ অফিসার (মৌসুমী)/উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক পদে কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ; এবং স্থানীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলী;

৭. হজ্জ অফিস, ঢাকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড (পদ সৃষ্টি/আপগ্রেডেশন/নিয়োগ বিধি ইত্যাদি);

৮. মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব/ উপ-সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারী পণ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;

৯. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার ক্রয় এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত, সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;

১০. মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান;

১১. বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

১২. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী।

### ৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি

১. জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
২. বিভিন্ন দপ্তর/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ, স্টোররুমে সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং বিতরণ;
৩. ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্র/ফটোকপিয়ার/ফ্যাক্স/কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনার/যন্ত্রাংশ ইত্যাদি অকেজো ঘোষনাকরণ;
৪. মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে মন্ত্রনালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরী/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও টেলিফোনের খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৬. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত/লাইব্রেরীর পত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয়/মেরামত/জ্বালানী বিল পরিশোধ/অকেজো ঘোষণা/অকেজো ঘোষিত যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৯. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার যানবাহনের স্টিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী;
১০. মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
১১. মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
১২. (ক) পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী; (খ) স্ট্যাম্প ক্রয়, ব্যবহার এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ; (গ) চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও তদারকি এবং (ঘ) অন্যান্য;
১৩. লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষন;
১৪. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী ।

### ৩.১.১.৩ প্রশাসন-৩ শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/চাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;
২. মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ/মনোনয়ন প্রদান;
৪. মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৬. বিদেশী মিশনারীগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS) এবং তথ্য অধিকার আইন (RTI) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮. ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৯. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার;
১০. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী।

### ৩.১.১.৪ আইসিটি শাখার কার্যাবলি

১. আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;

২. আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৩. ওয়েবসাইট তৈরি, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;

৪. মন্ত্রণালয়ের নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫. ইন্টারনেট বিষয়ক সেবা প্রদান;

৬. ই-হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৭. মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শ্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;

৮. প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডেটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;

৯. মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্প/কর্মসূচির বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা;

১০. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;

১১. মন্ত্রণালয়ের ই-নথি ও ই-জিপি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

১২. কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;

১৩. মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;

১৪. ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ রেজিস্টার, বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং ফেসবুক পেইজ ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;

১৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), উদ্ভাবন (INOVATION) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

## ৩.২ **হজ** অনুবিভাগ

### ৩.২.১ **হজ** অধিশাখা

### ৩.২.১.১ হজ শাখার (হজ-১ ও হজ-২) কার্যাবলি

১. বৈধ হজ এজিন্সীর তালিকা প্রকাশ এবং বৈধ হজ এজেন্সীসমূহের সাথে সরকারের পক্ষে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন;

২. সৌদি আরবে মৌসুমী হজ অফিসার প্রেরণ ও বিভিন্ন টিম প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩. হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আইটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৪. হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রীসহ হজ মৌসুমে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ছাপানো সংক্রান্ত;

৫. হজ ব্যবস্থাপনার বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৬. বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/জেদ্দা এবং হজ অফিস, ঢাকার হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত (হজ সংক্রান্ত) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

৮. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৯. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১০. হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ/নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১১. বিভিন্ন হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল রিট মামলার বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম;

১২. ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;

১৩. দেশব্যাপী সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের শতাধিক শাখাকে সম্পৃক্ত করে ফি জমা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪. হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যাংক কর্মকর্তা, জেলার প্রতিনিধি, অনুমোদিত সকল এজেন্সীর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

## ৩.৩ **অনুদান ও বাজেট** অনুবিভাগ

### ৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক এবং দু:স্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ১০টি খাতের ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ প্রক্রিয়া;

**মুসলিম :**

(ক) মসজিদের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১)।

(খ) ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের জন্য আবেদন (ফরম-৪)।

(গ) ঈদগাহ ময়দান/কবরস্থান সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৭)।

**হিন্দু :**

(ক) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-২)।

(খ) হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৮)।

**বৌদ্ধ :**

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৫)।

(খ) বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৯)।

**খ্রিস্টান :**

(ক) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৬)।

(খ) খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১০)।

**বিবিধ :**

(ক) দু:স্থ পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৩)।

২. মসজিদ/মন্দিরের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারীসহ সকল প্রক্রিয়া;

৩. মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের কোটায় বর্ণিত ১১টি করে মোট ২২টি খাতে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারীসহ সকল প্রক্রিয়া;

৪. মাননীয় সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে বিভাজন/উপযোজন কার্যক্রম প্রক্রিয়া;

৫. দু:স্থ পুনর্বাসন বাবদ অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে অগ্রিম উত্তোলন সমন্বয়করণ সংক্রান্ত কার্যবলী;

৬. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ ।

৭. **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুস্থ পুনর্বাসন** :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বানস, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসন-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

## ৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;

৩. সচিবালয় এবং আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;

৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য আই-বাস++ এ এন্ট্রি;

৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ;

৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ;

৭. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৩. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ;

১৪. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাববের সংগতিসাধন ;

১৫. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ ;

১৬. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ;

১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা ;

১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

১৯. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ;

২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

২১. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা ;

২২. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যলন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;

২৩. ও আই সি ভূক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF) এ বাৎসরিক চাঁদা প্রদান ; এবং

২৪. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

### ৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি

১. সকল কর্মচারীদের বেতন ভাতা, অন্যান্য ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ এবং সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ;

২. সেবা ও সরবরাহ খাতের যাবতীয় বিল প্রস্তুতকরণ ও সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ;

৩. হজ প্রতিনিধি দল, হজ প্রশাসনিক দল, হজ চিকিৎসক দল, হজ কারিগরি দল, হজ সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে সৌদি আরব গমনকারী সকল সদস্যদের ভ্রমণ ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ;

৪. পুন:উপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. মন্ত্রণালয়ের ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক জিও জারী, বিল প্রস্তুত ও সি.এ.ও. অফিসে প্রেরণ;

৬. কর্মচারীদের যোগদান ও পদোন্নতিতে বেতন নির্ধারণ প্রস্তুতকরণ;

৭. অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ;

৮. ব্যাংক হিসাবের ক্যাশ বই সংরক্ষণ;

৯. নন গেজেটেড কর্মচারীদের ছুটির হিসাব প্রস্তুত;

১০. সচিবালয়ের কোডের বাজেট প্রস্তুতকরণ;

১১. কর্মচারীদের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ;

১২. মাননীয় মন্ত্রীর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ;

১৩. অর্থ বছর ভিত্তিক যাবতীয় বিল ভাউচার সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

১৪. ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত;

১৫. সি.এ.ও অফিসের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক হিসাবের সংগতি সাধন;

১৬. বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা প্রনয়ন;

১৭. হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

### ৩.৩.৪ অডিট ও **দেবোত্তর শাখার কার্যাবলি**

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;

২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ;

৩. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ/ ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৫. অডিট ও দেবোত্তর শাখার বিবিধ বিষয়/কার্যাবলী ।

## ৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ

### ৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা

#### ৩.৪.১.১ সংস্থা শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৩. যাকাত বোর্ড ও এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৪. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট-এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৫. ইসলামিক মিশন-এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড এবং বায়তুল মোকাররম-এর অর্থ অবমুক্তি;

৭. জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৮. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৯. দ্বীনি দাওয়াত সম্পর্কিত কার্যাবলি;

১০. জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১১. ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, ফিকাহ একাডেমী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১২. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৩. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৪. খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি

১৫. সচিবালয় মসজিদ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি ।

### ৩.৪.১.২ আইন শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন;

৩. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;

৪. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান;

৫. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি;

৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান অর্ডিন্যান্স আইনে রুপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৭. বিভিন্ন এজেন্সীসমূহের মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুতকরণ;

৮. আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৯. মক্তব ফাউন্ডেশনের অনিয়ম সংক্রান্ত কার্যাবলী।

## ৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

### ৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা

### ৩.৫.১.১ পরিকল্পনা-১ শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান;

৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়া করণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;

৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;

৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়নকর্মসূচি সংক্রান্ত;

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৮. মসজিদ/বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৯. প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;

১০. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ;

১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পর্কিত কার্যাবলি;

১২. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণের বাজেট শাখা-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

১৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য সম্পাদন;

১৪. বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;

১৫. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-২ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক চাহিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলি।

### ৩.৫.১.২ পরিকল্পনা-২ শাখার কার্যাবলি

১. বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত নতুন/সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই, কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভাআহবান;

৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

৪. বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, জনবল নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;

৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;

৭. বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ঢাকা হজ অফিস, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৮. মহান জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলির প্রশ্নোত্তর প্রদান;

৯. মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন;

১০. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

১১. মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান, সভার কর্মপত্র প্রণয়ন, সভার কার্যাবিবরণী প্রণয়ন ও জারি;

১২. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত;

১৩. উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি/একনেক সম্পর্কিত সকল কাজ;

১৪. প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;

১৫. প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

## ৪। আইন ও অধ্যাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ নিম্নরূপঃ

- The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
- Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
- The Waqfs Ordinance, 1962;
- The Islamic Foundation Act. 1975;
- The Zakat Fund Ordinence, 1982;
- The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986
- The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬নং আইন);
- ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সালের ১০ নং আইন।

## ৫। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

### ৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ৭৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

| ক্রম | প্রকল্প কোড | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকাল | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| **বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন** | | | | |
| ১. | ৫০১৪ | মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) | জানুয়ারি,২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ | ৫৪৬০৪.০০ |
| ২. | ৫০০০ | ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্প | এপ্রিল, ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৯ | ৪৫৫.০০ |
| ৩. | ৫০০১ | ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প | জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ | ৬৪৫.০০ |
| ৪. | ৫০০৪ | মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প | জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২০ | ৯০৬.০০ |
| ৫. | ৫০০২ | 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প | এপ্রিল, ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ | ৯১৫৯.০০ |
| ৬. | ৫০০৩ | গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প | জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ | ৪৪৮.০০ |
| ৭. | ৫০০৫ | 'সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প | ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ | ১৭৫০.০০ |
| **বাস্তবায়নকারী সংস্থা: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** | | | | |
| ৮. | ৫০০৬ | মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) | জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ | ৫৪৪০.০০ |
| ৯. | ৫০১৫ | ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প | জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ | ৭৯৭.০০ |
| **বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট** | | | | |
| ১০. | ৫০১৩ | প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প | জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ | ৮৬.০০ |

### ৫.২ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন নিম্নোক্ত ০৭টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে :

| মন্ত্রণালয়/সংস্থা | ক্র: নং | প্রকল্পের নাম |
|---|---|---|
| ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ০১ | ধর্মীয় সম্প্রীতি, সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্যবাদ প্রতিরোধ সম্পর্কিত সচেতনা বৃদ্ধি, হজ ব্যবস্থাপনাসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের প্রচার ও প্রচারণা (জানুয়ারি,২০১৮-ডিসেম্বর,২০২০) |
| ইসলামিক ফাউন্ডেশন | ০২. | হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (জুলাই,২০১৭-জুন,২০২২) |
| | ০৩. | ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ) (জুলাই,২০১৭-জুন,২০২১) |
| | ০৪. | ৫টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপন, ৩ পার্বত্য জেলায় ১২টি মিশন সাব-সেন্টার (বরিশাল, বি-বাড়ীয়া, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া এবং হবিগঞ্জ) প্রতিষ্ঠা এবং ১০টি মিশনের বিদ্যমান ভবনের সংস্কার ও মেরামতকরণ প্রকল্প (জুলাই,২০১৮-জুন,২০২১) |
| হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ০৫. | মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ এবং হিন্দু ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা (জুলাই,২০১৭-জুন,২০২২) |
| | ০৬. | ঐতিহ্যবাহী পুরাতন মন্দির পুর্ণনির্মাণ/মেরামত/সংস্কার প্রকল্প (জুলাই,২০১৭-জুন,২০২২) |
| বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ০৭. | প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) (জানুয়ারি,২০১৮-ডিসেম্বর,২০২৩) |

**৫.৩** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

৫.৩.১ ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন'' প্রকল্প:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক ৯০৬২.৪১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৫.৩.২ **''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' প্রকল্প**

''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে ''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম''(প্রকল্প) এর মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৯ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০০ জনসহ সর্বমোট (৬৪২০০০০+৪৯৪৯০০০+১৭২৮০০)=১ কোটি ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৮০০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য সারাদেশে ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

গত ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে ''বাংলাদেশের যেসকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকাসমূহের মধ্যে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ২টি করে মোট ১০১০ টি ''এবতেদায়ী মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়''-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু

করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন" শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮-০৩-২০১৫ খ্রি. তারিখের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় আররি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে আররি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর নির্দেশনা বাস্তবায়নে ৩টি পুস্তক মুদ্রণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৯ লক্ষ  শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ১০ লক্ষ ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে পবিত্র সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫০৫টি উপজেলায় ৫৫০টি মডেল ও ২ হাজার ৫০টি সাধারণ রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

### ৫.৩.৩ মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর একটি অন্যতম প্রকল্প। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। সমাজে জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল করিম, হাদিস ও ইসলামি পুস্তকসহ অন্যান্য পুস্তকের পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থবছরে ৫০০ টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

### ৫.৩.৪ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭ মেয়াদে ৯৯৩১.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৫৫০০ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৯৫,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮,৭৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১,৬৫,০০০ শিশুকে প্রাক প্রাথমিক এবং ৬,২৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৭৩ জন বেতনভিত্তিক এবং ৫,৭৫০ জন সম্মানি ভিত্তিতে জনবল নিয়োজিত রয়েছে।

### ৫.৩.৫ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

হিন্দু ধর্মীয় নেতা তথা পুরোহিত ও সেবাইতদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি ২০১৫ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৪ হাজার ৪০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থ বছরে ১১,১২৫ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

### ৫.৩.৬ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রথম বারের মত ২০১৫ সালে পাইলট ভিত্তিতে ৫টি জেলায় (চট্টগ্রাম, রাংগামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার) এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির জন্য ৩০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৮৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ২,০০০ শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

# ৬। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

## ৬.১ হজ বিষয়ক কার্যাবলি :

হজ ইসলাম ধর্মের ৫ (পাঁচ) স্তম্বের একটি অন্যতম স্তম্ভ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ২০১৬ সাল হতে পুরোদমে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। এর ফলে হজ কার্যক্রম সহজ ও উন্নততর হয়েছে। যা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

### ৬.১.১ জাতীয় হজনীতি :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন নিয়ে প্রতি বছর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন করা হয়। যা হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ত্রুটিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক ত্রুটিমুক্ত কার্যপরিক্রমা এ হজ ও ওমরাহ নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও হজ পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে। সর্বশেষ ২২.০২.২০১৮ খ্রি. তারিখের মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদনের পর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৮খ্রি./১৪৩৯ হিজরি অনুমোদিত হয়। এ হজনীতি পরবর্তী সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

### ৬.১.২ হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন। অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মোয়াচ্ছাছাকে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

- হজযাত্রী ও হজ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিস, সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান;
- ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইডথ ওয়েববেইডজ হজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করা;
- অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি এবং সংরক্ষণ করা;
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট সফটওয়্যার, বারকোড ট্র্যাকিং আইডি এবং এম্বারকেশনকার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরি করা;
- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা;
- ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীদের পরিচয় পত্র তৈরি এবং মোয়াল্লেমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা;
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়াল্লেম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সৌদি আরবে আবাসন এবং বিমান যাত্রার তারিখ সম্পার্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;

- সরকারি হজযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ তৈরি করা;
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা;
- হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারণ ও প্রচার করা;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরি করা। হজযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্নীয় স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমানবন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- ডাটাবেইজ মার্জ ও ফটোসার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজেন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রাপ্ত থেকে যে কেউ যে কোন হজযাত্রীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে। হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় সম্পন্ন করা যায়। ফলে সরকারের হজসেবা কার্যক্রম জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া সম্ভব হয়েছে এবং হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকায় নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;
- প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম বছরব্যাপী চলমান থাকায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন এবং প্রাক-নিবন্ধনের পরে প্রথম বছরে হজে গমন না করলে পরবর্তী বছরে হজে গমনের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

### ৬.১.৩ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল :

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দ্যেশে গমন করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ৬.১.৪ বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি :

বেসরকারি এজেন্সিগুলো জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ও সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এসব এজেন্সির নেতৃত্বে দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি শুধু ব্যবসায়িক কারণে হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকি করার জন্য হজ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একই সাথে হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের বিশেষ করে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

### ৬.১.৫ হজ আবাসন :

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হজযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা হোটেল/বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর হোটেল/বাড়ি ভাড়া না করে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন হোটেল/বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

### ৬.১.৬ রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী :

বিগত সরকারগুলোর সময়ে হজযাত্রীদের পরিবহন ও বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হত। এর ফলে হজযাত্রীর সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় হজযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হজযাত্রী পরিবহনে বিমান সংস্থাগুলো যথেষ্ট সচেষ্ট হয়। ২০১১ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাজী পরিবহনে সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাড়ি ভাড়ায় শৃঙ্খলা আনয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, হাজীদেরকে জেদ্দা, মক্কা, মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাসহ সার্বিক বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশে বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বমহল কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত হজযাত্রী সংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

**বাংলাদেশ হতে ২০০৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত হজযাত্রী গমনের তথ্য**

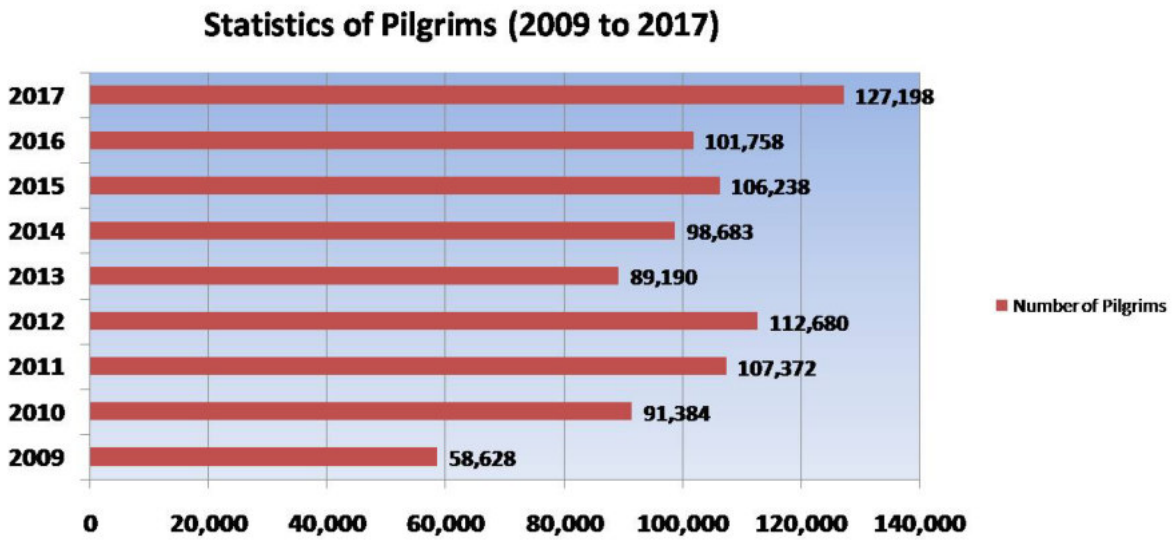


### ৬.১.৭ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি:

হজ ব্যবস্থাপনায় যে গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশিয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মোয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশ কে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি দেয়। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্ত:মন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে ।

**৬.২ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি :**

**৬.২.১** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বানস, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপ অর্থ বরাদ্দ/বিতরণ করা হয় :

| ক্রম | অনুদান | অনুকূলে | বরাদ্দকৃত টাকা |
|---|---|---|---|
| ০১. | মসজিদ সংস্কার ও মেরামত | মসজিদ (৫৩৪০টি) | ১২,১৬,৮৫,০০০/- (বার কোটি ষোল লক্ষ পঁচাশি হাজার) |
| ০২. | ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরি | ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৮০৩টি) | ২,১৪,৬৫,০০০/- (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) |
| ০৩. | ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন | ঈদগাহ ও কবরস্থান (৭৫০টি) | ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) |
| ০৪. | হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার ও মেরামত | হিন্দু ধর্মীয় মন্দির (৯২১টি) | ১,৪৯,৪০,০০০/- (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) |
| ০৫. | হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন | হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান (৬৪টি) | ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) |
| ০৬. | বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন | বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৯৪টি) | ৪০,৫০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) |
| ০৭. | বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন | বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান (৩৫টি) | ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) |
| ০৮. | খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গীর্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন | খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৪টি) | ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) |
| ০৯. | দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন | দুঃস্থ মুসলিম (২০৬৭ জন) | ৩,৬৪,৫০,০০০/- (তিন কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) |
| ১০. | দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসন | দুঃস্থ হিন্দু (২৫৪ জন) | ৫৪,৩৫,০০০/- (চুয়ান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) |

**৬.৩ প্রশাসনিক কার্যাবলি :**

**৬.৩.১** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

**৬.৩.২** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;

**৬.৩.৩** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ;

**৬.৩.৪** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৭-১৮ প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম রাউন্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় রাউন্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর,

২০১৭), ৩য় রাউন্ড (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ রাউন্ড (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

**৬.৩.৫** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রতি মাসের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

**৬.৩.৬** অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

**৬.৩.৭** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে ১২টি ক্যাডার পদ (অতিরিক্ত সচিব-১টি, যুগ্মসচিব-২টি, উপসচিব-৫টি ও সিনিয়র সহকারী সচিব-৪টি) স্থায়ীভাবে সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮টি নন-ক্যাডার সহায়ক পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৮টি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৪টি ও অফিস সহায়ক-১২টি) অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ (চলমান);

**৬.৩.৮** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে তৃতীয় শ্রেণির সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩টি ও অফিস সহায়কের ৩টি মোট ৬টি পদে জনবল নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ। কম্পিউটার অপারেটর-৪টি এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-২টি মোট ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন এবং পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব-এর উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

**৬.৩.৯** বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

**৬.৩.১০** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ই-নথি সিস্টেম কার্যক্রম, Electronic Mail (e-mail ) and Internet Usage, Basic Computer and Office Application, Understanding Grievance Redress System (GRS), নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, Understanding of National Integrity Strategy (NIS) and Ethical Practices, Understanding Right to Information (RTI), "প্রশাসনিক কর্মকান্ড, প্রশাসনিক বিধি-বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলা এবং Training on Public Procurement Act and Public Procurement Rules শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে;

## ৭। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় (দারুল আরকাম) এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ। একনজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক (দারুল আরকাম) শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ২ লক্ষ ৯২ হাজার মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ৮২ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান;
- ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কাজের পরিবিক্ষন;
- ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সে লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন ;
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;
- সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, যাকাত আইন-২০১৮ এবং বৌদ্ধ পারিবারিক আইন-২০১৮সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

## ৮। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-

| ক্রম | প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১। | মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত | মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলি, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ২। | হজ ব্যবস্থাপনা | হজ নির্দেশিকা, হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতি, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৩। | অনুদান | মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৪। | বাজেট ও অডিট | চলমান অর্থ বছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৫। | প্রকল্প ও কর্মসূচি | চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৬। | আইন ও অধ্যাদেশ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৭। | কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা | চলমান অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৮। | শুদ্ধাচার কার্যক্রম | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ৯। | আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন | অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। |
| ১০। | উদ্ভাবনী কার্যক্রম | উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১১। | প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি | হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১২। | অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি | সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১৩। | অভ্যন্তরীণ ই-সেবা | অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআনঃডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক স্থাপন করা হয়েছে। |
| ১৪। | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। |
| ১৫। | সামাজিক যোগাযোগ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। |

## ৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

### ৯.১.ভিশন ও মিশন

ভিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

মিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

### ৯.২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

### ৯.২.১) নাগরিক সেবা

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১. | হজ লাইসেন্স প্রদান | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু | (১) ট্রেড লাইসেন্স<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(৪) TIN সনদ<br>(৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ<br>(৬) ৪ কপি ছবি<br>(৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র<br>(৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা<br>(৯) আসবাবপত্রের তালিকা<br>(১০) যোগাযোগের মাধ্যম | বিনামূল্যে | ৩ মাস | এস. এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec2@mora.gov.bd |
| ২. | হজ লাইসেন্স নবায়ন | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন | (১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র<br>(৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি<br>(৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি | বিনামূল্যে | ১০ দিন | এস. এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec2@mora.gov.bd |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩. | ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু | (১) ট্রেড লাইসেন্স<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(৪) TIN সনদ<br>(৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ<br>(৬) IATA সনদ<br>(৭) ৪ কপি ছবি<br>(৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র<br>(৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা<br>(১১) যোগাযোগের মাধ্যম | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec1@mora.gov.bd |
| ৪. | ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন | (১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন<br>(২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন | (১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ<br>(২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র<br>(৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি<br>(৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩০ দিন | আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec1@mora.gov.bd |
| ৫. | সরকারীভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন | (১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন | (১) ছবি<br>(২) পাসপোর্টের ফটোকপি<br>(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি<br>(৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ | বিনামূল্যে | হজ নীতিমালা অনুযায়ী | এস. এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec2@mora.gov.bd |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬. | মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পূর্নবাসন সংক্রন্ত অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | মো. মোস্তফা কাইয়ুম<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com<br>anudan_sec@mora.gov.bd |
| ৭. | ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুন বাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৮. | দুঃস্থ পূর্নবাসনে অনুদান প্রদান | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান | (১) ছবি<br>(২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)<br>(৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | |
| ৯. | বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়পত্র | প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | মো. আহসান হাবীব<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com<br>admin_sec2@mora.gov.bd |
| ১০. | হজ প্যাকেজ ঘোষণা | ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | নির্ধারিত তারিখ | এস. এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec2@mora.gov.bd |

## ৯.২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১. | নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবংমাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | (১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা<br>(২) বিলের কপি | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | খালেদা বেগম<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>budget_sec@mora.gov.bd |
| ২. | ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাদা প্রদান। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ দিন - ৩ মাস | খালেদা বেগম<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com<br>budget_sec@mora.gov.bd |
| ৩. | ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ী করণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | মো. আহসান হাবীব<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>org_sec@mora.gov.bd |
| ৪. | ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | |
| ৫. | ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ। | ই-মেইলে ও ডাকযোগে | প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৩ মাস - ৬ মাস | |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬. | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ | ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ | ডিপিপি/টিপিপি | বিনামূল্যে | ৫ - ১০ দিন | শেখ শামছুর রহমান<br>সিনিয়র সহকারী প্রধান<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>planning_sec1@mora.gov.bd |
| ৭. | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ | প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | ডিপিপি ও যথাযথভাবে পুরণকৃত ছক | বিনামূল্যে | ১৫ - ২০ দিন | |
| ৮. | নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ | ডাকযোগে | প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৯. | অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি | ডাকযোগে | অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি<br>সিনিয়র সহকারী প্রধান<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৮<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>planning_sec2@mora.gov.bd |
| ১০. | অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ | ডাকযোগে | পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১১. | অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি | ডাকযোগে | অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১২. | অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত | ডাকযোগে | প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩. | ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমীর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় | ডাকযোগে | প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৪. | এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত | ডাকযোগে | প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৫. | হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | এস. এম. মনিরুজ্জামান<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০<br>ইমেইল:<br>morahajsection@gmail.com<br>hajj_sec2@mora.gov.bd |
| ১৬. | ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ২০ - ৩০ দিন | |
| ১৭. | হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ১ মাস | |
| ১৮. | হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ | হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ১৯. | ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত | দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. শিব্বির আহমদ উছমানী<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯<br>ইমেইল: moragovbd@gmail.com<br>admin_sec1@mora.gov.bd |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০. | অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ | নির্ধারিত ফরম্যাটে | প্রযোজ্য প্রমানপত্র | বিনামূল্যে | ১৫- ২০ দিন | বেগম হাসিনা শিরীন<br>সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৪<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>audit_sec@mora.gov.bd |

**৯.২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা**

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১. | মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি। | (১) আবেদন<br>(২) DPC 'র সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) চুড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল<br>(২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র<br>(৩) ACR<br>(৪) DPC 'র সুপারিশ | বিনামূল্যে | ৪- ৬ মাস | মো. শিব্বির আহমদ উছমানী<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>admin_sec1@mora.gov.bd |
| ২. | ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ। | (১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট<br>(৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র | বিনামূল্যে | ১৫ - ৩০ দিন | |
| ৩. | মৃত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. শিব্বির আহমদ উছমানী<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>admin_sec1@mora.gov.bd |

| ক্রম | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ৪. | অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এস এস সি'র সনদ<br>(২) ছুটির রিপোর্ট | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৫. | ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস,বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ। | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | (১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট<br>(৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৬. | মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ। | (১) আবেদন<br>(২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | মো. শিব্বির আহমদ উছমানী<br>সিনিয়র সহকারী সচিব<br>ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯<br>ইমেইল:<br>moragovbd@gmail.com<br>admin_sec1@mora.gov.bd |
| ৭. | সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী | (১) আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৮. | মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন | (১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন<br>(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ৭ - ১০ দিন | |
| ৯. | কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ | (১) আবেদন<br>(২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ<br>(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন | প্রযোজ্য নয় | বিনামূল্যে | ১৫ - ২০ দিন | |

***৯.২.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের ওয়েব পেজ***

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.gov.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.brwt.gov.bd)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)
- হজ অফিস, ঢাকা (www.hajj.gov.bd)

**৯.৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা**

| ক্রম | প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় |
|---|---|
| ১ | স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান |
| ২ | যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা |
| ৩ | সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা |

**৯.৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)**

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

| ক্রম | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী<br>যুগ্মসচিব<br>ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৩৯<br>ই-মেইলঃ<br>org_sec@mora.gov.bd,<br>moragovbd@gmail.com | তিন মাস |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ওয়েবঃ www.mora.gov.bd | |
| **ক্রম** | **কখন যোগাযোগ করবেন** | **কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন** | **যোগাযোগের ঠিকানা** | **নিষ্পত্তির সময়সীমা** |
| ২. | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | আপিল কর্মকর্তা | জনাব মো. হাফিজুর রহমান<br>অতিরিক্ত সচিব<br>ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৬০<br>ই-মেইলঃ<br>js_dev@mora.gov.bd,<br>moragovbd@gmail.com<br>ওয়েবঃ www.mora.gov.bd | এক মাস |
| ৩. | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র<br>৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ওয়েব: www.grs.gov.bd | তিন মাস |

# ১০। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

## ১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

### ১০.১.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ নিজস্ব ভবন

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। মধ্যযুগ থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট'-১৯৭৫ জারি হয়। ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলোর সুলভ প্রকাশনা ও বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা; এবং

(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলীর যে কোনোটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৫৬টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ৪৯টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

ছবি: ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অধীনস্ত বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের একাংশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর নিজস্ব ভবন

### ১০.১.২ বোর্ড অব গভর্ণরস

ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারম্যান। বোর্ডের অন্যান্য গভর্নর হলেন : সরকার কর্তৃক মনোনীত ২জন মাননীয় সংসদ সদস্য, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত ৩ জন ব্যক্তি, বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন ব্যক্তি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ড অব গভর্ণরস-এর সদস্য-সচিব।

### ১০.১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫ এর ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্ণরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১ জন সচিব (প্রেষণে), ১৪ জন পরিচালক, ৩ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) কাজ করছে।

### ১০.১.৪ তহবিল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট-এর ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী তহবিল সম্পর্কে বলা আছে যে,

"ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং সেই তহবিলে জমা হইবে-(ক) ২০নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরিত বায়তুল মোকাররম ও ইসলামী একাডেমীর তহবিলের অর্থ; (খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ; (ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ; (ঙ) চাঁদা ও দান; (চ) বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় এবং (ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য সকল প্রাপ্তি"।

### ১০.১.৫ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির তথ্য এবং বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের হালনাগাদ আলোকচিত্র/ছবি:

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। মধ্যযুগ থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ২৮ মার্চ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যক্ট,১৯৭৫ পাশ করেন।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের একমাত্র বৃহৎ সংস্থা হিসেবে এখন নন্দিত। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৫৬টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বর্তমানে ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে:

**১। "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন ও মডেল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন :**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫ এর ১১ ধারায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যাবলীসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ ' মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা'। অথচ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭৫ সালে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর হতে বিগত ৪৩ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম কাজ অর্থাৎ, মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৬০টি মডেল মসজিদ

নির্মাণের মাধ্যমে এ কাজটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ এবং জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর-এ পদক্ষেপ উম্মতি মোহাম্মদীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম। সুলতানি আমল ও মোঘল আমলের পরে ধর্মীয় সেক্টরে এত বড় কাজ হয়নি।

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজস্ব অর্থায়নে ৮৭২২ কোটি টাকার "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিগত ০৫/০৪/২০১৮খ্রি: তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৯টি স্থানে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত ৯টি মডেল মসজিদে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত প্রতিটি স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ২০০টি স্থানের তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২০০টির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হবে।

**২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমঃ**

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, চরমপন্থী ও প্রতিহিংসা নিরসনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জুময়ার খুৎবায় নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করা হচ্ছে।

বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রদত্ত জুময়ার খুৎবার বয়ান সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেল, নিউজ-২৪-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইমাম, খতীব, আলেম ওলামাদের সমন্বয়ে সভা, পথর্যালী, সেমিনার এবং সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও মসজিদে প্রাক-খুতবা আলোচনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সারাদেশে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী-এর ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামগণকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

''সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নির্মূল, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন করণীয়'' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী এম.পি।

**৩। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অর্থাৎ ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৯ লক্ষ শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ১০ লক্ষ ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞানসহ নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক, ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার শিক্ষার্থীকে সহজ কুরআন শিক্ষা এবং ১৯ হাজার ২০০ জন

নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞানসহ নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর' ২০১৮-মাসে সমাপ্ত হবে। এছাড়া ৫৫৫টি উপজেলায় ৫৫৫টি মডেল ও ১ হাজার ৫০০টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কেয়ারটেকারগণের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও শিক্ষকদের দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মাহবুব-উল-আলম হানিফ, এম.পি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মতিউর রহমান।

**৪। 'দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা;**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অভিপ্রায় অনুযায়ী মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে (যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই) প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০টি 'দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা' (১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠা এবং ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতিসমূহকে ভিত্তি ধরে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি) এর সমমান প্রদান করে। এর আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য কওমী মাদ্রাসা থেকে দাওরা হাদিস পাশ ১০১০ জনকে ইতোমধ্যে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ১০১০ জন দাওরা হাদিস পাশ আলেমকে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্থাপিত দারুল আরকাম মাদ্রাসায় কওমী মাদ্রাসার দাওরা হাদিস পাশ আলেমদের নিয়োগ দিয়ে প্রথমবারেরমত কওমী উলামাদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া আলিয়া নেসাবের ১ হাজার ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। ২য় পর্যায়ে আরও ১ হাজার ১০ জন আলীয়া নেসাবের শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসার ফলক উন্মোচন করছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী এম.পি। সাথে উপস্থিত রয়েছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল।

**৫। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশনের অর্থ পরিশোধ:**

পেনশন স্কীমের আওতায় পেনশন বিভাগ কর্তৃক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সদ্য অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের মাঝে আনুতোষিক ও নগদায়ন সুবিধা এবং প্রথমবার মাসিক পেনশন পরিশোধ বাবদ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ২২ কোটি ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার ১১৪ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্মচারী ( অবসর ভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৪-এর আলোকে মাসিক অবসর ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারিগণের মাসিক ও পারিবারিক অবসরভাতা প্রদানের প্রথম চেক ও পেনশন বহি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ব্যক্তব্য রাখছেন জনাব বজলুল হক হারুন এম.পি, সভাপতি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

**৬। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৩ হাজার ৬০২ জন ইমামকে ৪৫দিন ব্যাপী নিয়মিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২ হাজার ১১৭ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৪৮ জন ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র ও বেকার যুবককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ২ হাজার ৩০৭ জন ইমামকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩ হাজার ৬০২ জন ইমামকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ১৫০ জন কর্মকর্তা ও ২০০ জন কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**৭। ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত স্বল্প আয়ের ১ হাজার ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ১২ হাজার টাকা হারে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ এবং ২ হাজার গরীব দুস্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ৫ হাজার টাকা হারে মোট ১কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

**৮। যাকাত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :**

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্যালয়সহ ৮টি বিভাগীয় ও ৫৬ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকারিভাবে মোট ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ৩৬০ টাকা যাকাত সংগ্রহ করা হয়। যাকাত বোর্ডের আওতায় ২হাজার ২০০ জন দুঃস্থকে অর্থ বিতরণ, ১ হাজার ২৯৮ জন দুঃস্থ মহিলাকে যাকাত ভাতা প্রদান, ২১৩ জন দুঃস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান, ১০০ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধীকে পুনর্বাসন (পুরুষ ও মহিলা), ২০০জন দুঃস্থ পুরুষের কর্মসংস্থান, ২১৪ জন দুঃস্থকে যাকাত ভাতা প্রদান (পুরুষ ও মহিলা), ৪০জন দুঃস্থ নও-মুসলিম স্বাবলম্বীকরণ (পুরুষ ও মহিলা), ২৫০জন দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ৩২১ জন দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা, ৩টি

পার্বত্য জেলার ৩০জনকে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৭ হাজার ৬৬৪ জনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান এবং যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল টঙ্গী, গাজীপুর-এর মাধ্যমে ৩০ হাজার ২০০ জন গরীব রোগীর মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রমে মোট ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ৩৬০ টাকা যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

''যাকাত ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: আনিছুর রহমান, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

**৯। ইসলামিক মিশন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :**

৪৯ টি ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৬৮ জন রোগীকে এ্যালোপ্যাথিক এবং ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৯৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। ৪২৫টি মক্তব/নৈশ মক্তবের মাধ্যমে ২২ হাজার ২১৪ জন এবং ১৯টি ইবতেদায়ী মাদ্রাসার মাধ্যমে ২ হাজার ৭৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা ডিসেম্বর' ২০১৮-এ সমাপ্ত হবে। এ ছাড়া ৩ হাজার ৪৯ জনকে নামাজ শিক্ষা এবং ২ হাজার ১৯ জনকে কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৮৩৫ টি জাতীয় ও ধর্মীয়, উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ৬৮টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যর প্রদানঃ**

মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব খাতভূক্ত সকল কর্মকর্তা কর্মচারির একদিনের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান, ৩০০টি টিউবওয়েল ও ৩০০ টয়লেট স্থাপন এবং ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসাক্যাম্প স্থাপনপূর্বক ২৫ লক্ষ টাকার ঔষধসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**১১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দাওয়াতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৪০ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

**১২। কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি প্রদান :**

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

**১৩। সমন্বয় বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

সমন্বয় বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি বিভাগীয় ও ৫৭ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৭০৪ টি অনুষ্ঠান, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে ১২৮টি অনুষ্ঠান, ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৭২টি, পবিত্র মাহে রমযানের তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠান ৭৭২ টি, সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রমজান মাসে ইফতার মাহফিল ৫৭২টি, এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় জি.পি এ গোল্ডন-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান ৬৪ টি, মহিলা বিষয়ক অনুষ্ঠান ১৩৬টি , জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে) ৫৮১টি, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে হিফজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ৫৮০ টি, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা ৭২টি, ১৭ র্মাচ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান ৫০৮ টি, মাজার-খানকার তত্ত্বাবধায়কগণের সম্মেলন ৫০৮টি, ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান ৬৩টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় ৭ মার্চ স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান বক্তব্য রাখছেন।

**১৪। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বিভিন্ন দেশি-বিদেশী বই সংগ্রহ ও পাঠক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ৭ হাজার ২৬৪ টি কপি দেশী-বিদেশী পুস্তক, ২৪২ কপি পুস্তিকা, ১৮ হাজার ৯৫০ টি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ করা হয়েছে । এছাড়া ২ লক্ষ ০৪ হাজার ২৯৬ জনকে পাঠক সেবা প্রদান, ৩১১ জন গবেষককে গবেষণার বিষয়ে সেবা প্রদানসহ ১ হাজার ৮২১ জনকে ফটোকপি সরবরাহের সেবা প্রদানসহ ৭০ টি আই এস বি এন নম্বর প্রদান করা হয়েছে ।

**১৫। দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে হাজী সংগ্রহ, চাঁদ দেখা ও ফিতরার হার নির্ধারণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন :**

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে সরকারীভাবে হাজী সংগ্রহ, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ফিতরার হার নির্ধারণ, ১৪৩৯ হিজরী মাহে রমজান উপলক্ষে র‍্যালি ও সমাবেশ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় গুরত্বপূর্ণ দিবস পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পবিত্র মাহে রমজান ১৪৩৯ হিজরী উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী ও সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

**১৬। বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে বই ও পত্রিকা প্রকাশের কার্যক্রম :**

প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে ৬৪ টি শিরোনামের ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার কপি পুস্তক প্রকাশ, জেদ্দা আন্তর্জাতিক বই মেলা (প্রথমবারের মত) , ৪২ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা, বাংলা একাডেমী (ঢাকা) বই মেলায় অংশগ্রহণ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৩৩৯ হিজরী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে পৃথকভাবে বায়তুল মোকাররমে ইসলামী বই মেলার আয়োজন, জেলা ও উপজেলায় সরকারের উন্নয়ন মেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ঢাকা সম্মেলন উপলক্ষে ইসলামিক পুস্তক প্রদর্শনীসহ বিদেশী মেহমানদের পুস্তক উপহার প্রদান করা হয়। এ বিভাগ কর্তৃক "সবুজ পাতা" শিরোনামের ১ টি মাসিক পত্রিকার ১২ টি সংখ্যা এবং"অগ্রপথিক" শিরোনামের ১ টি মাসিক পত্রিকার ১২ টি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

''ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০১ টি শিরোনামে ৩১৪৩.২৫ ফর্মার ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কপি পুস্তক ছাপানো হয়েছে।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে ১২টি শিরোনামের ৩৯ হাজার কপি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ০৪টি অনুবাদ, ১১টি সম্পাদনা এবং ১৬টি পুস্তকের পুন:মুদ্রণের কাজ চলমান রয়েছে।

গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ১ম-তয় শ্রেণির সাধারণ বিষয়ে ১১টি বই-এর মুদ্রন উপযোগী চূড়ান্ত পান্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রেরিত ৩২টি (ড্যামী) বইয়ের উপর পর্যালোচনা-প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ, ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৩টি বই প্রকাশ, মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত ডকুমেন্ট যাচাই-বাচাই ও সত্যায়ন-২৬৪০টি, বিভিন্ন বিষয়ে ফারায়েজ ও ফতোয়া প্রদান ১৩০টি, ত্রৈমাসিক গবেষণা ধর্মী জার্নাল "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" ০৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এম.ও.ইউ-এর কৌশল বাস্তবায়নে ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময়, সৌদি আরবের ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমের ধরণ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১২ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক মুদ্রিত কুরআনুল কারীমের ইবারত/অনুবাদে ভুল-ক্রটি যাচাই-বাচায়ের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার ৭৪ টি কুরআন সংগ্রহ এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৫৪ জন বিজ্ঞ আলেম-ওলামাকে নিয়ে ১০টি টীম গঠনপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিসেফ এর প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান।

**১৭। হালাল সনদ বিভাগের মাধ্যমে সনদ প্রদান ও বাংলাদেশ হালাল এক্সপো-২০১৮-এর আয়োজন :**

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিশ্ব বাজারে হালাল খাদ্য, ভোগপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বহুজাতিক কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর হালাল বিভাগের মাধ্যমে ১৯ টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন এবং ২১ টি প্রতিষ্ঠানকে পুন: হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর হালাল বিভাগের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ হালাল এক্সপো-২০১৮' বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হালাল পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশ ঘটছে, যার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকতর হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত হালাল ডায়াগনস্টিক ল্যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ও.আই.সি-এর মহাসচিব ড: ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওথায়মিন-কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

**১৮। আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদান ও ডিজিটাল আর্কাইভ ও ডিজিটাল স্টুডিও:**

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক মোবাইল ফোনে কল সেন্টার/এস.এম.এস/ওয়াপ/আই ভি এর মাধ্যমে ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কিত তথ্য, চাঁদ দেখার তথ্য, নামাযের সময়সূচী, সম-সাময়িক সমস্যাদির উপর ইসলাম নির্দেশিত সমাধান দেওয়া হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। আইসিটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিজিটাল আর্কাইভ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ডিজিটাল স্টুডিওর মাধ্যমে ১১৭ টি অনুষ্ঠান ধারণ/রেকর্ডিং ও ১০৬ টি অনুষ্ঠান সম্পাদনা করা হয়েছে । এ ছাড়া "ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক ৩১ টি পর্ব বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে।

**১৯। টেকসই উন্নয়নে আলেম-ওলেমাদের সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগঃ**

জাতিসঙ্গ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের (এস.ডি.জি) অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আলেম-ওলেমাদের সম্পৃক্ত করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তিনজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১০ আগস্ট ২০১৭ খ্রি; তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'টেকসই উন্নয়ন (এস.ডি.জি) অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে আলেম ওলামদের সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

"টেকসই উন্নয়ন (এস.ডি.জি) অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্তকরণ" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ মান্নান এম.পি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এম.পি ।

**২০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের মাধ্যমে পুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস বিভাগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামিক পুস্তক মুদ্রন করাসহ অন্যান্য মুদ্রন কাজও করা হয়েছে ;

**২১। "ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরিতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে পুস্তক সংগ্রহ :**

"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরিতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ০৫ হাজার ৭৫৪ কপি দেশী ও বিদেশী পুস্তক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ,

**২২। নতুন ৩টি প্রকল্প অনুমোদনঃ**

১.মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ২য় পর্যায়।
২. গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প।
৩. সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনষ্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

**২৩। মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ২য় পর্যায়ে কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আওতাধীন 'মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৬০০ টি মসজিদে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ১২৮০ টি নতুন মসজিদ পাঠাগারের পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ১ হাজার ২৮০ টি আলমারী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ৮০০টি পুরাতন মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে। ১৪টি নতুন উপজেলায় ১৪টি উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। ৫৫৫ টি জেলা ও উপজেলায় ৫৫৫ জন কেয়ারটেকার নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**২৪। "গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;**

"গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৬ তলা বিশিষ্ট কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ই জি পি এর মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে,

**২৫। সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ভবন নির্মাণঃ**

"সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ই জি পি এর মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

১০.১.৬ **তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরঃ**

নামঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
পদবীঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা (মূলপদ : সহকারী পরিচালক)
কর্মস্থলের ঠিকানাঃ জনসংযোগ শাখা, আইসিটি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮১৮১৩৪০ (অফিস)
ফোন নম্বরঃ ৮১৮১৩৪০ (অফিস)
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২০০৪০৪৩২ ; **ই-মেইল** nizamshaheed@gmail.com

## ১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়

ওয়াক্‌ফ ভবন

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্টের বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ইনোভেটিব কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

### ১০.২.১ <u>ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অফিস পরিচিতি:</u>

- রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা।
- ১১৬, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
- পি-১১৮, মদন স্ট্রিট, কলিকাতা।
- ৬/২, মদন স্ট্রিট, কলিকাতা।
- ২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।
- ১৫, বি, কে গাঙ্গুলি লেন, ঢাকা।
- ২, আমিনবাগ, ঢাকা-১৭।
- ৩৭, নবাব কাটারা (নিমতলী), ঢাকা-২।
- ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।
- ৩৭, নবাব কাটারা (নিমতলী), ঢাকা-২।

বর্তমানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রধান কার্যালয়টি ৪নং নিউ ইস্কাটন, ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ৩৮টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সারা দেশের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক অফিস সমূহে একজন করে পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষক ও একজন অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) পদায়িত আছে।

**১০.২.২** রূপকল্প :

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ সাধন।

**১০.২.৩** অভিলক্ষ্য :

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা ইসলামী বিধানাবলীর আলোকে জনকল্যাণমুলক কার্যক্রম গ্রহণ।

**১০.২.৪** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

১. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তিকরণ : ১০৪ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
২. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কমিটি গঠন : ৩২৭টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৩. মোতাওয়াল্লী নিয়োগ : ৩২৬টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে।
৪. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অডিট : ২৩৬৫ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট অডিট করা হয়েছে।
৫. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের প্রকৃত আয়ের ৫% হারে চাঁদা আদায়করণ: ৬,৭২,২৩,৩৫৩/- টাকা ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় করা হয়েছে।
৬. অবৈধ দখলদারদের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ : ৪৫ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন : ৫৯টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি : ০৬টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯. কার্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
১১. প্রতিটি করিডোরে ফুলের টব দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।
১২. কার্যালয়ের নিরাপত্তায় সার্বক্ষনিকভাবে আনসার নিয়োগ করা হয়েছে।
১৩. ওয়াক্‌ফ ভবনটি সার্বক্ষনিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং করা হচ্ছে।
১৪ কার্যালয়ের সকল শাখায় কম্পিউটার সহ ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
১৫. www.waqf.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে।
১৬. ই-নথি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৭. গ্রাহকসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৮. ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর আইনে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৯. তিন ধাপে প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**১০.২.৫** <u>হামদার্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ:</u>

হাকীম মোঃ সাঈদ ১৯৫৩ সালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে এবং ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামের আইস ফ্যাক্টরি রোডে দুটি চিকিৎসা ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হামদর্দের শুভ সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর চিকিৎসা কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। এখানে তখন হামদর্দের ওষুধ তৈরির কোনো কারখানা ছিল না। করাচি থেকে ওষুধ এনে বিক্রি করা হত। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকায় হামদর্দের নিজস্ব কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে তিনি যখন হামদর্দের হাল ধরেন তখন মূলধন ছিল মাত্র ৫০ হাজার টাকা, দায়দেনা ২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, শ্রমিক কর্মচারী ২৩ জন। সকলের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৬,৫০০ টাকা, তাও মাসের পর মাস বকেয়া থাকত। এ সময় দিনের পর দিন তিনি দ্বারে দ্বারে ছুটেছেন কাঁচামাল ক্রয়ের নিমিত্তে ঋণের জন্য। বিভিন্ন জায়গা থেকে লভ্যাংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে টাকা যোগাড় করে, কাঁচামাল কিনে নিজ হাতে ওষুধ বানাতেন এবং বিক্রি করতেন। এভাবে তিল তিল করে যখন হামদর্দ অগ্রযাত্রার পথে

অগ্রসর হচ্ছিল তখন স্বার্থান্বেষী মহলের নানা ষড়যন্ত্রে এর গতিধারা বার বার বিঘ্নিত হয়েছে। বহুবার তাঁর জীবনের উপর হামলা এসেছে। কিন্তু তিনি সকল বাঁধাকে দৃঢ়তার সাথে অতিক্রম করে ১টি সাইকেলকে বাহন করে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৮২ সালে হামদর্দের পরিপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন।

বর্তমানে হামদর্দ বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া (ব্যবস্থাপনা পরিচালক), বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. হাকীম রফিকুল ইসলাম (সিনিয়র পরিচালক, বিপণন), কাজী মনসুর-উল হক (পরিচালক, তথ্য ও গণসংযোগ), অধ্যাপক হাকীম শিরী ফরহাদ (পরিচালক, প্রশাসন), জনাব মোঃ আনিসুল হক (পরিচালক, অর্থ ও হিসাব), লে. কর্নেল মাহবুবুল আলম চৌধুরী (অব.) (পরিচালক, হামদর্দ ফাউন্ডেশন), মেজর ইকবাল মাহমুদ চৌধুরী (অব.) (পরিচালক, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প), জনাব মিহির চক্রবর্তী (পরিচালক, উৎপাদন), জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া রাসেল (পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডাঃ নার্গিস মারজান শিল্পী (পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন) এবং হাকীম সাইফুদ্দিন মুরাদ (পরিচালক, বিক্রয়)। তাঁরা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দক্ষ ও আন্তরিক কর্মীবাহিনী নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

হামদার্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবামুলক কার্যক্রম:

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গবেষণাগার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, শিক্ষা, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হামদর্দ ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, যাদুঘর ও আর্কাইভ, উদ্ভিদ ও ভেষজ উদ্যান, শিশু বিনোদন ও শিক্ষা কেন্দ্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ছাপাখানা ও প্রকাশনা, মানবসেবা ও সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রমে অনুদান, অসহায়, দুঃস্থ ও বয়স্কদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, নারী, শিশু ও যুব কল্যাণমূলক কর্মসূচি ইত্যাদি।

### ১০.২.৬ হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ওয়াকফ এস্টেট, চাঁদপুর :

বৃহত্তর কুমিল্লা তথা বর্তমানে চাঁদপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী জনপদের নাম হাজীগঞ্জ। এখনকার জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ অধিবাসী বর্তমানে মুসলমান। নদীমাতৃক পলিমাটির নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে হাজীগঞ্জ জনপদটিকে। হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্যতম প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে ধর্ম বিষায়ক মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনাধীন আহমাদ আলী পাটওয়ারী ওয়াক্ফ এস্টেট ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।

চাঁদপুর জেলাবাসীর প্রাণপ্রিয় এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অনন্য প্রতিষ্ঠান, আল্লাহর অলীগনের রূহানী ফয়েজ ও বরকতে শিরক-বিদাত মুক্ত ''এবাদতের মারকাজ'' হিসেবে খ্যাত, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদের কারামত, ফয়েজ-বরকতের ''পূণ্যভূমি হাজীগঞ্জঃ আজ ধন্য এবং গৌরবান্বিত।

গৌরবোজ্জ্বল উক্ত প্রতিষ্ঠানে শুভাগমন করেছেন রাজনৈতিকভাবে অতি গুরূত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন **মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী, নবাব মোশারফ হোসেন, নওয়াবজাদা নসরুল, মজলুম জননেতা মাও. আবদুল হামিদ খান ভাষাণী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ** আরও অনেকে।

তা'ছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয়ভাবে গুরূত্বর্পূণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ শুভগমন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-**শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রঃ), আল্লামা আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রঃ), আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রঃ) আল্লামা আতাহার আলী (রঃ), আল্লামা এহতেশামুল হক থানবী (রঃ)** সহ আরও বহু হক্কানী পীর মাশায়েখ এবং শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনগণ।

কালের বিবর্তনে মসজিদটি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলা একাদশ শতকের কাছাকাছি সময় **হযরত মকিমউদ্দিন (রঃ) নামে** একজন বুজুর্গ অলীয়ে কামেল ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরব ভূমি থেকে বর্তমানে এই হাজীগঞ্জে আগমন করেন। তিনি স্ব-পরিবারে বর্তমান বড় মসজিদের মেহরাব সংলগ্ন স্থানে

যেখানে একটু উঁচুভূমি বিদ্যমান ছিল সেখানে আস্তানা এবং বসতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও চারিত্রিক মাধূর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হিন্দু প্রধান এ এলাকায় হাজী মকিমউদ্দিন (রঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচারে মাধ্যমে ইসলামের আবাদ করেন। সে কারণে তাঁর নামের সাথে মিলিয়ে তাঁর স্মরণে এলাকার নামকরণ হয় ''মকিমাবাদ''। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর বসত বাড়িতেই সমাহিত করা হয়। তাঁরই বংশের শেষ পুরূষ হযরত মনিরূদ্দিন হাজী ওরফে মনাই হাজী (রঃ) সুন্নাতে রাসূল (সঃ) হিসেবে এলাকার জনসাধারনের ব্যবহার্য চাল, ডাল, তৈল, লবণ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর একটি দোকান খোলেন। তাঁর সেই দোকানটি হাজী সাহেবের হাজীর দোকান হিসাবে পরিচিত লাভ করে। হাজী দোকান থেকে পর্যায়ক্রমে হাজীর হাট এবং উক্ত হাজীর হাটে দূর-দূরান্ত থেকে আগত গুটিকতেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান কখনো হোগলা হাটে, কখনো চৌধূরী ঘাটে নামাজ আদায় করতেন। সে সময় বর্তমান বাজার এলাকার মধ্যে হযরত মনিরূদ্দিন (রঃ) এর পৈত্রিক ভূমির আবাসস্থল ব্যতিত আর কোন ভূমি স্থায়ীভাবে কোন মুসলমান ভোগব্যবহারে ছিলনা। মনাই হাজী (রঃ) ওফাতের পর তাঁর পূর্ব পুরূষগনের সাথে তাকেও পৈত্রিক বাড়ী তথা বর্তমান মসজিদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। সকলের প্রাণপ্রিয় মনাই হাজীর (রঃ) হাজীদোকানের সুখ্যাতিতে আরও কিছু দোকান অত্র এলাকায় গড়ে উঠে যা কালক্রমে 'হাজীর হাট' তা' 'থেকে' হাজীর বাজার' এবং কালক্রমে হাজীগঞ্জ বাজার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হাজীগঞ্জ বাজারস্থ বর্তমান বড় মসজিদের মেহরাব বা তৎসংলগ্ন স্থান জুড়ে প্রথমে একচালা খড়ের ইবাদতখানা থেকে দোচালা খড়ের মসজিদ। অতঃপর টিনের দোচালা মসজিদ থেকে উক্ত পাকা মসজিদ স্থাপিত হয়। মনাই হাজী (রঃ)- এর দৌহিত্র হাজী আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) উক্ত হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা-ওয়াকিফ। হাজীগঞ্জের এ মসজিদটি সময়ের প্রেক্ষাপটে হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত মসজিদটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন **আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ)** এর ইচ্ছা অনুযায়ী **হযরত মাও. আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রঃ)** এর পবিত্র হাতে পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। দু'হাজার বর্গহাত মর্মর পাথর বসানোসহ মূল মসজিদের ভবন নির্মিত হয়। হযরত আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রঃ) ভারী শরীর নিয়ে মাচার উপর বসে তার পবিত্র হাতে চুন-সুরকির মসলা কেটে কেটে অনেক কষ্ট করে মেহরাব সংলগ্ন ওয়াল ঘুরিয়ে মসজিদের প্রথম অংশের উপরের দিকে সুরা ইয়াছিন ও সুরা জুমআ লিপিবদ্ধ করেন, যা বর্তমান সময়ে সংস্কারকালে তা উঠিয়ে মসজিদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। মসজিদের মেহরাবটি সু-নিপুনভাবে কাঁচের টুকরো কেটে মনোরম ফুল-ঝাড়, নকসা-নমুনায় অপরূপ সাজে নিখুতভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। রাতে মসজিদের ভিতরে যখন সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় তখন বিচ্ছুরিত আলোর আভায় জ্বল-জ্বল করে মেহরাবটি। মসজিদের প্রথম অংশের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১০ই অগ্রাহায়ণ তারিখে উক্ত মসজিদ থেকে জুমার নামাজের আজান দেয়া হয়। ঐতিহাসিক সেই জুমার নামাজের শরীক হয়েছিলেন মন্ত্রীবর্গ যথাক্রমে অভিভক্ত বাংলার অৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী **শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নওয়াব মোশারফ হোসেন ও নওয়াবজাদা খাজা নসরূল্লাহসহ** গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জুমার প্রথম নামাজের জামাতে ইমামতি করেছেন **পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল বাশার জৈনপুরী (রঃ)।**

হাজীগঞ্জের সমৃদ্ধিতেও আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) প্রাণপন চেষ্টা অবিস্মরণীয়। ব্যবসা থেকে মসজিদের কাজকে অধিক গুরূত্ব দিতে গিয়ে তিনি নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা থেকে সড়ে দাঁড়ান এবং মসজিদের দ্বিতীয় অংশে সত্তরটি পিলার দিয়ে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেন (যা বর্তমানে সংস্কারকালে ষোলটি পিলারের মধ্যে বিশাল নির্মাণ কাঠামোকে তৈরি করা হয়েছে) আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) দ্বিতীয় অংশের কাজের পর তৃতীয় অংশ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। তৃতীয় অংশ নির্মানসহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং আযানের ধ্বনি বহু দূর থেকে শুনার জন্য ১৯৫৩ সনে এক অপূর্ব নির্মাণ শৈলীতে ১২২ ফুট উঁচু এই মিনার নির্মান করেন। মিনারের পাদদেশে তথা নিচ দিয়ে প্রধান ফটক, যা চিন্তশীল মানুষকে বিস্মিত করে। মিনারের ভিতর থেকে ঘুরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠা যায় একেবারে মিনারের সু-উচ্চ চুড়ায়। মিনার চুড়া থেকে এক যোগে ধ্বনিত হয় প্রতি ওয়াক্তের আযান। এক সময় চারদিক খোলা থাকায় আযানের সেই সু-মধুর ধ্বনি ছড়িয়ে পরত বহু দূর পর্যন্ত। আযানের জন্য মাইকের ব্যবস্থার পাশাপাশি পবিত্র রমজান মাসে দূর-দূরান্তের মুসলমানগণ যথাসময়ে ইফতার এবং রোজা রাখার লক্ষ্যে সাহরীর সময় খাবারের জন্য ঘুম থেকে উঠার সুবিধার্থে সুদূর সৌদি আরবের মক্কা নগরি থেকে আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) হাত দ্বারা পরিচালিত সাইরেন নিয়ে আসেন যা রিক্সার চাকায় উটের রগ দিয়ে তৈরি সরূ বেল্টের টানা দিয়ে চালানো হত। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বৈদ্যুতিক মটর দ্বারা পরিচালিত সাইরেন বাজানোর সে ব্যবস্থা আজও অব্যহত আছে। মসজিদের ছাদের তৃতীয় অংশে রয়েছে বিশাল আকৃতির তিনটি গম্বুজ। মেহরাব

বরাবর মসজিদের পূর্ব প্রান্তের সর্বশেষ প্রাচীরে রয়েছে নানা বর্ণের কাচের টুকরো দিয়ে পবিত্র কালিমা খচিত সুদৃশ্য নকশাদ্বারা নির্মিত রাজকীয় কায়দায় ঐতিহ্যবাহী বিশাল ফটক বা প্রবেশের প্রধান গেইট। রাস্তা থেকে মসজিদে প্রবেশের মূল ফটকটি নকশা আর মনোরম কালিমার নকসা মসজিদের জৌলুস বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে। যা আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) তাঁর এক জীবনে কোন ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াই পবিত্র এ মসজিদের মেহরাব থেকে সু-উচ্চ মিনার পর্যন্ত বিশাল মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন।

উক্ত মসজিদে প্রতি দিনের ৫ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও বিশাল জামাতে আদায় হয় পবিত্র জুমার নামাজ। জুমার নামাজে ধর্মপ্রাণ মুসুল্লীদের আগমনে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় বিশাল দোতলা মসজিদসহ মসজিদের সামনের বিশাল চত্বর। আর পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবার জুমাতুল বিদা নামাজ আদায়ের জন্য ঢল নামে মুসুল্লীগনের। তিল পরিমান জায়গা থাকে না বিশাল মসজিদ কমপ্লেক্সের কোথাও। পার্শ্ববর্তী বহুতল মাদ্রাসা, বাজারে দোকান-পাটের অভ্যন্তর, ছাদ, সি,এন্ড,বি রাস্তা এবং হাজীগঞ্জ বাজারের অলি গলিসহ বিশাল এলাকা কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রূপ নেয় এক সু-বিশাল ঐতিহাসিক নামাজের জামাতে। উপ-মহাদেশের বৃহত্তর জামাত হিসেবে জুমাতুল বিদার নামাজের এ জামাত খ্যাতি লাভ করেছিল সেই বৃটিশ আমলে।

### ১০.২.৭ অন্যান্য সেবা :

১) আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) ওয়াক্‌ফ এস্টেট প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসল্লীদের নামাজ এবং নামাজের প্রাসঙ্গিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
২) সারা বছর ধর্মীয় মাহফিলসহ দ্বীনি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা।
৩) বয়স্কদের জন্য নামাজ ও কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
৪) শিশুদের জন্য নুরানী পদ্ধতিতে তালিমুল কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
৫) হেফজুল কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
৬) এতিম ও অসহায়দের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহনে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান।
৭) প্রতি বছর রমজান মাসে ৩০০ (তিনশত) এতেকাফকারীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা।
৮) রমজান মাসে ইফতারের সময় আগত পথচারী ও সর্বসাধারনের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা।
৯) বেওয়ারিশ লাশ দাফন কাফনের ব্যবস্থাপনা।
১০) মৃত ব্যাক্তিদের দাফন কাফনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা।

**শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানকৃত সেবাসমূহ :**

১) আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওতায় দ্বীনি শিক্ষার লক্ষ্যে আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রথম শ্রেনী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ৩০০০/- (তিন হাজার) শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
২) আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওতায় দ্বীনি শিক্ষার লক্ষ্যে আহমদিয়া কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রথম শ্রেনী থেকে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত প্রায় ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
৩) সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত গণপাঠাগার পরিচালনা।

**বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান :**

১) আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওয়াতায় নির্মিত হাজীগঞ্জ প্লাজা, হাজীগঞ্জ টাওয়ার, রজনীগন্ধা মার্কেট এবং বিজনেস পার্ক মকিমউদ্দিন সপিং সেন্টারে শত শত পরিবারের কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের সুযোগ এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**সর্বসাধারণের জন্য প্রদানকৃত সেবাসমূহ :**

১। মসজিদে এবং হাজীগঞ্জ বাজারে কেনাকাটার জন্য আগত জনসাধারণ ও যাতায়াতের পথচারী মহিলাদের জন্য নামাজ এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সু-ব্যবস্থা।
২। মুসল্লি ছাড়াও সকল জনসাধারনের পয়ঃনিস্কাশনের জন্য ২৪ ঘন্টা টয়লেট ব্যবস্থা।
৩। মুসল্লিদের ওজুর পাশাপাশি বাজারে আগত সাধারন মানুষের জন্য ২৪ ঘন্টা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।
৪। বাজারে দূর্ঘটনাজনিত কারনে দোকান পাটে আগুন লাগলে মসজিদের পানির ট্যাঙ্কি থেকে আগুন নির্বাপনে পানির সরবরাহের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামুলক কর্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫। বিভিন্ন দোকানপাট এবং খাবার হোটেল গুলোতে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।

**সামাজিক কার্যক্রম :**

১) এতিম শিক্ষার্থী ও অসহায়দের সহযোগিতা প্রদান।

২) দুস্থ এবং অসহায়দের চিকিৎসা সেবায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

৩) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে দান।

৪) অসহায় এবং দুস্থদের পূনর্বাসনের সহযোগিতা প্রদান।

৫) অসহায় এবং দরিদ্রদের বিবাহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

৬) নও মুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান।

৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহন।

৮) বিভিন্ন প্রসঙ্গিক বিষয়ে জনসচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ।

৯) প্রতি ঈদে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র, সেমাই, চিনি ও গোশ্‌ত বিতরণ।

১০) ''হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদে'' হাজার হাজার মানুষের সামনে জঙ্গিবাদ, মানুষ হত্যা, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে জুমার খুতবায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সাধারন মুসল্লী এবং জনসাধারণকে এ সকল ঘৃণ্য, গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকার আহবান জানানো হয়।

**আহম্মদ আলী পাটওয়ারী ওয়াক্‌ফ এস্টেট হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসুচিতে সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহন করে থাকে। যা আপামর জনসাধারণের কাছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেরশ সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে ভুমিকা পালন করে।**

সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র:) জেনারেল হাসপাতাল বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

তা ছাড়া, হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াক্‌ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম; পাগলা মসজিদ ওয়াক্‌ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্‌ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ খাতে অর্থ ব্যয় করছে।

## গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে''ওয়াক্‌ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি'' গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. প্রশাসন শাখা, অর্থ ও হিসাব শাখা এবং ঢাকা মেট্রোশাখার সকল কার্যক্রম ই-নথিতে নিষ্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. ওয়াক্‌ফ ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম) তলার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

৪. তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট সমূহের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি ডাটাবেইজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কম্পিউটার ল্যাবটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৬. হিসাব শাখার কার্যক্রম অটোমেশনের নিমিত্ত একটি সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে এবং পাইলটিং চলছে।

**ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শক/হিসাব নিরীক্ষকগণের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

## হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

**১০.২.৮** তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা

| তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম | ঠিকানা | টেলিফোন নম্বর | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত তথ্যের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ<br>সহকারী প্রশাসক | বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন,<br>৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। | ৪৯৩৫৭১৬৩ | ২৫ |

## ১০.৩ হজ্জ অফিস, ঢাকা

হজ্জক্যাম্পের চিত্র

### ১০.৩.১ হজ অফিসের পরিচিতি :

অবিভক্ত ভারতে কলকাতায় বর্তমান হজ্জ অফিসটি 'পোর্ট হজ্জ কমিটি' নামে স্থাপিত হয়েছিল। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে 'পোর্ট হজ্জ অফিস' স্থাপন করা হয়। শুরুতেই 'পোর্ট হজ্জ অফিসটি' পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে আরও ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজ্জক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজ্জযাত্রী প্রেরিত হয়। ১৯৮৫ সাল হতে সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রা বন্ধ হওয়ায়, ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ্জ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ্জ অফিস' নাম ধারণ করে।

সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে হজ্জ অফিস চট্রগাম হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় স্থায়ী হজ্জক্যাম্প না থাকায় হজ্জ অফিসটি ১৯৮৯-১৯৯৭ সন পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজ্জক্যাম্প স্থাপন করে হজ্জ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৯৯৮ সালে হজ্জযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস্ ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থায়ী হজ্জক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ নবস্থাপিত হজ্জক্যাম্প এর একটি অংশে স্থায়ী হজ্জ অফিস, ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়।

### ১০.৩.২ রূপকল্প (Vision) :

হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

### ১০.৩.৩ অভিলক্ষ্য (Mission) :

তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ।

### ১০.৩.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

১. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
২. রেজিস্ট্রেশনকৃত হজ্জযাত্রীদের সফলভাবে হজে প্রেরণ;
৩. হজ্জ নির্দেশিকা ও উপকরণ সরবরাহ;
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

### ১০.৩.৫ সাংগঠনিক কাঠামো :

হজ্জ অফিস, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী হলেন পরিচালক। এ পদে সরকারের যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত। হজ্জ অফিসের পরিচালক সরকারের হজ্জনীতি বাস্তবায়নের মূখ্য কর্মকর্তা। অফিসের প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার সহকারী হজ্জ অফিসার, ১১ জন তৃতীয় শ্রেণি এবং ০৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর হজ্জ মৌসুমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১ জন কর্মচারী তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ৩মাস মেয়াদী মৌসুমি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি মিলিয়ে হজ্জ অফিসের মোট জনবল ৪১ জন।

### ১০.৩.৬ কার্যাবলী (Functions)

১. হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
২. হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান;
৩. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়েবসাইটে হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান;
৪. আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ও ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. হজ্জ গাইড, নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহ ও বিতরণ;
৬. সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীদের হজক্যাম্প, ঢাকা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
৭. হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপন;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হজ্জকার্যক্রম উদ্বোধন-২০১৮
আলোকচিত্র

### ১০.৩.৭ হজ প্রতিবেদন ২০১৮

| হজ্জ প্রতিবেদন ২০১৮ | | |
|---|---|---|
| ১. | চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০১৮ সনের হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ | ২০আগস্ট,২০১৮ |
| ২. | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ্জ এজেন্সির সংখ্যাঃ | ১১৮৬ টি |
| ৩. | সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্নকারী হজ্জ এজেন্সির সংখ্যাঃ | ১১২৮ টি |
| ৪. | ২০১৮ সনে সৌদি সরকারের সাথে হজ্জযাত্রীর কোটা সংখ্যা | ১,২৭,২৯৮ জন |
| ৫. | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোয়াল্লেম ফি জমাদানকারী এজেন্সির সংখ্যা | ৫২৮ টি |
| ৬. | সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সনে হজ্জযাত্রীর সংখ্যাঃ | ৬৭৮৪ জন |

| | | |
|---|---|---|
| ৭. | সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সনে হজ্জযাত্রীদের জন্য গাইড সংখ্যাঃ | ১৪৯ জন |
| ৮. | গাইডসহ সরকারি হজ্জযাত্রীর সংখ্যাঃ | ৬৭৮৪ জন |
| ৯. | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধনকারী হজ্জযাত্রীর সংখ্যা | ১,১৯,৩৯৯ জন |
| ১০. | সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সনে মোট হজ্জযাত্রীর সংখ্যাঃ (৬৭৮৪ + ১,১৯,৩৯৯+ ) = | ১,২৭,২৯৮ জন (ব্যবস্থাপনাসহ) |

## ১০.৩.৮ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর।

জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৫৭৫৬৯

## ১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা

হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ মন্ত্রণালয়, বাড়ি ও বাড়ির মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর(হজ) এর কার্যালয় (হজ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর(হজ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজের কার্যক্রম সম্পাদন কতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ অফিসেরও হজ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

### ১০.৪.১ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

বাংলাদেশের হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমণ করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ১০.৪.২ বেসরকারি হজ ও ওমরাহ এজেন্সি

বেসরকারী এজেন্সিগুলো জাতীয় হজনীতি ও সরকার ঘোষিত হজপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য হজ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

### ১০.৪.৩ হজযাত্রীদের আবাসন

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

### ১০.৪.৪ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থানায় গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

## ১০.৫ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

### ১০.৫.১ পরিচিতি

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধসংস্থা।

### ১০.৫.২ কার্যাবলি

**(ক)** হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা;

(খ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(গ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(ঘ) অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

### ১০.৫.৩ বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। সরকার ট্রাস্টিদের মধ্য থেকে একজনকে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনয়ন দিয়ে থাকে। মোট ২২জন সদস্য নিয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত।

### ১০.৫.৪ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও মন্দির সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ০১ জন সচিব, ০১ জন ফিল্ড অফিসার, ০১ জন ব্যক্তিগত সহকারী, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০১ জন সহকারী হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ০১ জন অফিস সহকারী, ০১ জন গাড়ী চালক এবং ০২ জন অফিস সহায়ক, ০১ জন নাইট গার্ড ও ০১ জন পরিচ্ছন্নকর্মী কর্মরত রয়েছে।

### ১০.৫.৫ তহবিল

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ২১ কোটি টাকা । স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশের অর্থ হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

### ১০.৫.৬ বিগত ৫ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণে সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশের (সুদ) অর্থ দ্বারা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৬,৩৪০টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৬,৮৬,৮০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে অত্র ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৩,৫১৮ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ১,৫৯,০৬,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজায় বিতরণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। গত পাঁচ বছরে মোট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেশের বিভিন্ন পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

## ১০.৫.৭ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত সম্পাদিত কার্যাবলি :

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠমোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ট্রাস্ট ৮০০টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ২০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় এবং এবারই প্রথম বারের মত কর্মসূচি আকারে প্রাপ্ত ১৯৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারে ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ১,৫০.০০,০০০ টাকা দেশের প্রায় ৫,০০০টি পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভায় বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পাল

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সচিব উক্ত সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার। ট্রাস্টের অর্থ বৃদ্ধি এবং কর্মসূচির টাকা ছাড়করণে ধর্মমন্ত্রী, ধর্মসচিব ও ট্রাস্টিগণ অর্থ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

**হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান :**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রতি বছর অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাপ্ত ১,৫০.০০,০০০/=টাকা দেশের প্রায় ৫,০০০টি পূজা মন্ডপে সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির কমিটির নিকট দুর্গাপূজায় অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন ট্রাস্টের তৎকালীন সচিব রঞ্জিত কুমার দাস ও ট্রাস্টি শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন।

ট্রাস্ট ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন ধর্ম সচিব মোঃ আনিছুর রহমান।

ট্রাস্ট কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালন ।

ভাইস-চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল প্রদান।

**মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়:**

হিন্দুধর্মীয় পর্ব শুভ জন্মাষ্টমী এবং বিজয়া দশমীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঢাকাস্থ বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এই অনুষ্ঠানটির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। এরই ধারাবহিকতায় গত ২৫.০৮.২০১৭ ও ১১.১০.২০১৭ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হিন্দুধর্মীয় দুই হাজারের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টিগণের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে ও নওগাঁ জেলায় মাননীয় সংসদ সদস্যকে নিয়ে ১৫ আগষ্ট শোক দিবসের আয়োজন ।

**মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম:**

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক ও নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০০০টি মন্দিরে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১,৮০,০০০জন শিশুকে শিক্ষা প্রদান এবং তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ৫,৪০,০০০টি বই ও ৫,৪০,০০০টি খাতা এবং পেন্সিল সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২৫০টি মন্দিরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৬২৫০জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলা হয়েছে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের দুটি চিত্র ও নিম্নে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য।

**ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিতের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ:**

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট "ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিতের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২,০০০ জন সেবাইত ও পুরোহিতকে সামাজিক মূল্যবোধ, বাল্যবিবাহ নিরোধ ও যৌতুক প্রতিরোধ, গবাদি পশু পালন, বৃক্ষরোপন, খাদ্য ও পুষ্টি এবং হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেবাইত ও  পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ শেষে  সনদ বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে যশোরের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষকে ।

মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতিতে র‍্যালি, ঢাকায়।

মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতিতে র‍্যালি, চট্টগ্রামে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন -
শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
ফিল্ড অফিসার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন:৯৬৬৮০৪৫, ৫৫০৭৬৪০৯, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯
২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০১(এক) জনকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

## ১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

### ১০.৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও লালন পালন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্টের প্রধান কাজ হলো ; ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা, খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা গ) বৌদ্ধ উপাসনালয় সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা।

### ১০.৬.২ বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতি ঘটানোর নিমিত্তে বর্তমান সরকার ট্রাস্টিদের মনোনয়ন দিয়ে গতিশীল ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠন করেন। গত ৮ই ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মুলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পূর্নগঠন করা হয় । বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম পদবী নিম্নে প্রদান করা হলো :

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১। | **অধ্যক্ষ মতিউর রহমান** মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | চেয়ারম্যান |
| ২। | মি. সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া - কক্সবাজার জেলা | ভাইস-চেয়ারম্যান |
| ৩। | মি. দয়াল কুমার বড়ুয়া - চট্টগ্রাম জেলা | ট্রাস্টি |
| ৪। | মিসেস. বাসন্তি চাকমা - খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা | ট্রাস্টি |
| ৫। | মি. দীপক বিকাশ চাকমা - রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা | ট্রাস্টি |
| ৬। | মি. মং ক্য চিং চৌধুরী - বান্দরবান পার্বত্য জেলা | ট্রাস্টি |
| ৭। | মি. খে মংলা রাখাইন - বরগুনা ও পটুয়াখালী | ট্রাস্টি |

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

### ১০.৬.৩ **রূপকল্প**

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

**১০.৬.৪ অভিলক্ষ্য**

দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ।

**১০.৬.৫ ট্রাস্টের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী**

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৩(তিন) হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১০.৬.৫.১ বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকাসহ মোট ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

১০.৬.৫.২ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

১০.৬.৫.৩ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সব অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০জন অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মোট ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১০.৬.৫.৪ **ধর্মীয় উৎসব উদযাপন**

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব **''শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান''** উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** ও **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা** উপলক্ষে বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা' উপলক্ষে গণভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গণভবনের সার্বিক সহযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সুচারূভাবে সম্পাদন করে ।

১. তথ্য অধিকার আইন অনুয়ায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার বিবরণ

| ক্রমিক | তথ্যপ্রদান কারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|
| ০১ | মি.শ্যামল মিত্র বড়ুয়া<br>উপ-পরিচালক, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ০১৭১১১৪৮২১৪ |

২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন অনুয়ায়ী কোন লিখিত আবেদন পাওয়া যায়নি।

## ১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১০.৭.১ **কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিবৃত্তঃ** ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বিগত সরকারের আমলে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ইহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা, যা পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

১০.৭.২ **বোর্ড অব ট্রাস্টিঃ** ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এমপি, ট্রাস্টি ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, জনাব হিউবার্ট গমেজ, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

১০.৭.৩ **অনুদান প্রদানঃ**

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৫৯টি চার্চকে মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটিভরাট, কবরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য সর্বমোট ১৮ লক্ষ টাকা খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

১০.৭.৪ **জাতীয় দিবস উদযাপনঃ**

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৭.৫ **বঙ্গভবনের অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানঃ**

প্রতি বছরের ন্যায় শুভ বড়দিন-২০১৭ উপলক্ষে ২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্টপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানে সংবর্ধনা আয়োজন করে । এই আয়োজনে সরকারি পর্যায়েও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০.৭.৬ **প্রশিক্ষণ প্রদানঃ**

পরিবর্তনশীল সমাজে যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ন সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ২৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বর্তমান প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টভক্ত জনগণের আধ্যাতিক পরিচর্যায় পালক-পুরোহিতগণের ভূমিকা এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহবস্থান গড়ে তুলতে পালক পুরোহিতগণের করণীয় বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পালক পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন ১১৩ জন।

১০.৭.৭ **খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইনঃ**

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশটি মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলায় অনুবাদ ও যুগপোযোগী করে **'খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮'** নামে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইনটি ইতোমধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে মহান সংসদে **'খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮'** নামে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বিলটি পাশ করা হয়েছে।

১০.৭.৮ **জাতীয় অনুষ্ঠানে পালক/পুরোহিত প্রেরণঃ**

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠের জন্য পালক/পুরোহিত প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

১০.৭.৯ **অন্যান্যঃ**

এছাড়াও দেশের খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অত্র ট্রাস্ট সর্বদা সচেষ্ট থেকে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

**তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নিম্নরূপঃ-**

**নাম : নির্মল রোজারিও, সচিব, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট**
ঠিকানা : ৮২, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল : ০১৭১৫-০৩০৯৮৯, ০১৭১১-৯৩৮৭১৬

**মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে ৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তার নাম, দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা নিম্নরূপ**

**দাপ্তরিক ঠিকানা**

**নাম : নির্মল রোজারিও, সচিব, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট**
ঠিকানা : ৮২, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৯১১৪২৯৬, ফ্যাক্স: ৯১০৪৭১৫
ই-মেইল : crwt09@yahoo.com

**আবাসিক ঠিকানা**

ঠিকানা : শেলটেক, ১৫৪/১, মনিপুরীপাড়া, ফ্ল্যাট: ১০-এফ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
মোবাইল : ০১৭১৫-০৩০৯৮৯, ০১৭১১-৯৩৮৭১৬

## ১১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ

### ১১.১ অনুন্নয়ন বাজেট

**মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন) ২০১৭-১৮**
**মঞ্জুরি নং-৩২**
**৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়**

| | |
|---|---|
| সাংবিধানিক কোড | |
| ২ দায়যুক্ত অনুন্নয়ন ব্যয় : | ০ |
| ৩ অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় : | **২১৬,০২,০০,০০০** |
| সর্বমোট ব্যয় : | **২১৬,০২,০০,০০০** |

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| প্রাতিষ্ঠানিক কোড | বিবরণ | বাজেট ২০১৭-১৮ | সংশোধিত ২০১৬-১৭ | বাজেট ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| | **প্রশাসন** | | | |
| ৩৫০১ | সচিবালয় | ৪২,৪৪,১৫ | ৪৪,২৪,০০ | ৭,৬৮,১৩ |
| ৩৫০৫ | সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ১১৩,৪২,১৫ | ১০৭,৬৪,৪৬ | ১৪১,৬১,৯৯ |
| ৩৫০৬ | আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৪৫,০০ | ৩৫,০০ | ৩৫,০০ |
| ৩৫১০ | হজ বিষয়ক | ৫৯,৭০,৭০ | ৫৯,৩৯,৪৮ | ৫৪,০৩,৮৮ |
| | মোট-প্রশাসন : | ২১৬,০২,০০ | ২১১,৬২,৯৪ | ২০৩,৬৯,০০ |
| | মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় : | ২১৬,০২,০০ | ২১১,৬২,৯৪ | ২০৩,৬৯,০০ |

### ১১.২ উন্নয়ন বাজেট

**৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়**
**মঞ্জুরি নং-৩২**

| | |
|---|---|
| সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় -রাজস্ব : | ৩০৯,৭১,০০,০০০ |
| সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় -মূলধন : | ১৩৩,১৯,০০,০০০ |
| সর্বমোট ব্যয় : | **৪৪২,৯০,০০,০০০** |

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| সংস্থা | বিবরণ | বাজেট ২০১৭-১৮ | সংশোধিত ২০১৬-১৭ | বাজেট ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| | বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী মোট ব্যয় | | | |
| ৩৫০১ | সচিবালয় | | | |
| | সচিবালয় | ১০৯,৬৩,০০ | ০ | ১১,৭৬,০০ |
| | **মোট-সচিবালয় :** | **১০৯,৬৩,০০** | **০** | **১১,৭৬,০০** |
| ৩৫০৫ | **সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান** | | | |
| | ইসলামিক ফাউন্ডেশন | ৩২৬,৯৩,০০ | ৩৪৯,০৪,০০ | ২৬৬,৮৪,০০ |
| | হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট | ৫,৪৮,০০ | ৪৪,০০,০০ | ৪১,০০,০০ |
| | বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট | ৮৬,০০ | ৯৬,০০ | ৯০,০০ |
| | **মোট-সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :** | **৩৩৩,২৭,০০** | **৩৯৪,০০,০০** | **৩০৮,৭৪,০০** |
| | **মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :** | **৪৪২,৯০,০০** | **৩৯৪,০০,০০** | **৩২০,৫০,০০** |

## ১২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন- +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
ফ্যাক্স- +৮৮-০২-৯৫১১১১৬
ই-মেইল- anwar27info@gmail.com
ওয়েবসাইট- www.mora.gov.bd

## ১৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন- +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০
মোবাইল-০১৯১৩১৪৬১৩৯
ফ্যাক্স- +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ই-মেইল-moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইট- www.mora.gov.bd

## ১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, পদবি, কর্মস্থল, ফোন ও ই-মেইল :

| ক্রম | নাম | পদবি | ফোন |
|---|---|---|---|
| ০১. | অধ্যক্ষ মতিউর রহমান | মাননীয় মন্ত্রী | +৮৮-০২-৯৫৭৪০০৪<br>+৮৮-০২-৯৫১৪১২২ |
| ০২. | জনাব মো: আনিছুর রহমান | সচিব | +৮৮-০২-৯৫১৪৫৩৩ |
| ০৩. | জনাব ফয়েজ আহমদ ভূঁইয়া | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) | +৮৮-০২-৯৫১২২৬০ |
| ০৪. | জনাব মো: হাফিজ উদ্দিন | যুগ্মসচিব (হজ) | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৫৪ |
| ০৫. | জনাব মো: হাফিজুর রহমান | যুগ্মসচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৫১ |
| ০৬. | জনাব মো: জহির আহমদ | যুগ্মসচিব | +৮৮-০২-৯৫৫৯৪৬৭ |
| ০৭. | জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী | যুগ্মসচিব (সংস্থা) | +৮৮-০২-৯৫১২২৩৯ |
| ০৮. | জনাব মো: শরাফত জামান | উপসচিব (হজ) | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৯ |
| ০৯. | জনাব এ কে এম শহীদুল্লাহ | উপসচিব (প্রশাসন) | +৮৮-০২-৯৫১৫৫৪৩ |
| ১০. | জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন | উপসচিব (উন্নয়ন) | +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০ |
| ১১. | জনাব ড. মো: আবুল কালাম আজাদ | মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব(উপসচিব) | +৮৮-০২-৯৫১৪১১০ |
| ১২. | জনাব মোহা. রুহুল আমিন | উপসচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০৫৮৯ |
| ১৩. | জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম | সিস্টেমস এনালিস্ট | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫ |
| ১৪. | জনাব শাহ মো: কামরুল হুদা | সচিবের একান্ত সচিব | +৮৮-০২-৯৫৭৪০১১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫. | জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন | সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা | +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮ |
| ১৬. | জনাব আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২ |
| ১৭. | জনাব শেখ শামছুর রহমান | সিনিয়র সহকারী প্রধান | +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৭ |
| ১৮. | ভূঁঞা মো: রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি | সিনিয়র সহকারী প্রধান | +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৮ |

| ক্রম | নাম | পদবি | ফোন |
|---|---|---|---|
| ১৯. | জনাব মো: আহসান হাবীব | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০৫৮৯ |
| ২০. | জনাব মো: মোস্তফা কাইয়ুম | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৪৭ |
| ২১. | জনাব মো: শিব্বির আহমদ উছমানী | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৭ |
| ২২. | জনাব খালেদা বেগম | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৩ |
| ২৩. | জনাব মো. শহিদুল্লাহ তালুকদার | সহকারী সচিব সচিব | +৮৮-০২-৯৫১৪১১০ |
| ২৪. | বেগম হাসিনা শিরীন | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪ |
| ২৫. | জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান | সহকারী সচিব | +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০ |
| ২৬. | জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান | সহকারী প্রোগ্রামার | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫ |
| ২৭. | জনাব মোঃ ইমামুল হক | সহকারী প্রোগ্রামার | +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫ |
| ২৮. | জনাব দেওয়ান মহর আলী | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | +৮৮-০২-৯৫৪০৬০৪ |

## আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

| ক্রম | প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম | পদবি | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | ফোন ও ই-মেইল |
|---|---|---|---|---|
| ১. | জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল | মহাপরিচালক | ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। | ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৫১৬<br>ই-মেইল: dg_if@yahoo.com |
| ২. | জনাব মো: শহীদুল ইসলাম | ওয়াক্‌ফ প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব) | বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। | ফোনঃ +৮৮-০২-৪৯৩৫৭৬৮২<br>ই-মেইলঃ<br>waqf.gov.bd@gmail.com |
| ৩. | মো: সাইফুল ইসলাম | পরিচালক (উপসচিব) | হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা। | ফোনঃ +৮৮-০২-৮৯৫৮৪৬২<br>ইমেইলঃ<br>hajjofficeashkona@gmail.com |
| ৪. | জনাব রঞ্জিত কুমার দাস | সচিব (যুগ্মসচিব) | হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা। | ফোনঃ +৮৮-০২-৯৬৭৭৪৪৯<br>ই-মেইলঃ<br>hindutrustbd@ymail.com |
| ৫. | জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া | সচিব | বৌদ্ধ মন্দির, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা। | ফোনঃ +৮৮-০২-৭২৭২৬৪৭<br>ই-মেইলঃ brwt2010@gmail.com |
| ৬. | জনাব নির্মল রোজারিও | সচিব | খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। | ফোনঃ +৮৮-০২-৯১৩৯৯০১<br>ই-মেইলঃ crwt09@yahoo.com |